দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 08 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাল ডিও লেটারে প্রাপ্ত এমপিওভুক্তি বাতিল করতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা

সংসদ সদস্যদের ডিও লেটার জাল করে স্কুল, কলেজ এমপিওভুক্তি করার ঘটনা ঘটেছে। যেসব স্কুল, কলেজ জাল ডিও দিয়ে এমপিওভুক্ত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবিলম্বে তা বাতিল করতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে নির্দেশ দিয়েছেন। গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপিত হয় এবং প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশ দেন। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী আরো স্কুল, কলেজ এমপিওভুক্ত করার লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দ রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাকে বরাদ্দ দেয়ার আশ্বাস দেন। অপরদিকে, জাতীয় হজনীতি ও হজ প্যাকেজের সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করেনি মন্ত্রিসভা। পূর্বে অনুমোদিত নীতিতেই এবারের হজ্জ পরিচালিত হবে। প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, গত বছর হজ্জ পালন নিয়ে সম্মানিত হাজীদের কোনো অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়নি। ফলে গত বছরের নিয়মে

জাল ডিও লেটারে প্রাপ্ত

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

এবারে হজযাত্রীরা হজ্জ পালন করবেন। তিনি বলেন, যাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তা করতে পারাই আমাদের সরকারের উদ্দেশ্য। গতবার যেহেতু কোনো অসুবিধা হয়নি। তাই এবার হজনীতি পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই।

সোমবার সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে গত ১ জুন রাতে রাজধানীর বেগুনবাড়িতে ভবন ধস ও ৩ জুন রাতে পুরনো ঢাকায় অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের স্মরণে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিব এম এ আজিজ বৈঠকে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করলে মন্ত্রিসভার সদস্যরা তা অনুমোদন করেন। নিহতদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপরেখা আউটলাইন পারস্পেকটিভ প্লান অব বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি ফেরত পাঠানো হয়েছে। তবে এ নিয়ে মন্ত্রিসভায় দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী এ সময় মন্ত্রীদের কাছে পৃথক পৃথক প্রস্তাবনা আহ্বান করেন। মন্ত্রীরা জানান, তারা লিখিতভাবে এ ব্যাপারে প্রস্তাবনা দেবেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার দুর্নীতি দমনে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে চায়। এ লক্ষ্যে দেশের মানুষকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে এ বিপ্লব সফল করতে হবে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। তবে এ বিষয়টি আবার মন্ত্রিসভায় উত্থাপনের জন্য বলা হয়। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ বলেন, বৈঠকে বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন ২০১০-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে।